দৈনিক জনকণ্ঠ

FEB. 0 1 2002

তারিখ ...

পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৬

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুহসীন হলে ছাত্রদলের দুই গ্রুপের সংঘর্ষের সময় রুম ভাংচুর (বাঁয়ে), হলে বিডিআর-পুলিশ তল্লাশি (ডানে) -জনকণ্ঠ

# মুহসীন হলের দখল নিয়েছে ছাত্রদলের মনির-আসাদ গ্রুপ ॥ প্রচণ্ড গোলাগুলি

## রুম ভাংচুর গেটে তালা, ঠায় দাঁড়িয়ে প্রক্টর

স্টাফ রিপোর্টার ॥ ছাত্রদলের শিশির গ্রুপকে হটিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুহসীন হলের দখল নিয়েছে একই সংগঠনের মনির-আসাদ গ্রুপ। বৃহস্পতিবার দিনের বেলায়ই মনির-আসাদ গ্রুপের ক্যাডাররা সশস্ত্র হামলা চালিয়ে হল দখল করে নেয়। এ সময় প্রচণ্ড গোলাগুলিতে এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। দখলের পর প্রায় তিন ঘণ্টা হল গেটে তালা ঝুলিয়ে রাখে ক্যাডাররা, ফলে হলের প্রায় চার শ' ছাত্র অবর্ণনীয় দুর্ভোগের শিকার হয়। ঘটনার তিন ঘণ্টা পর পুলিশ ও বিডিআর যৌথভাবে হল রেইড করে তল্লাশি চালায় এবং চৌদ্দজনকে আটক করে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, বৃহস্পতিবার দুপুর বারোটার দিকে জিয়া হল থেকে আসাদের নেতৃত্বে এবং এফ রহমান হলের দিক থেকে টুকুর নেতৃত্বে বিশ-পঁচিশ জনের সশস্ত্র ক্যাডার বাহিনী আসে মুহসীন হলের

(২ পৃষ্ঠা ১-এর কঃ দেখুন)

## মুহসীন হলের দখল (প্রথম পাতার পর)

সামনে। তারা শটগান, দোনলা বন্দুক, পিস্তল, রাইফেলসহ বিভিন্ন অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে আসে। হলের গেটের সামনে তারা পনেরো-বিশ রাউন্ড গুলি ছোড়ে। এ সময় হলের ভিতর থেকে শিশির বাহিনীর ক্যাডাররাও পাল্টা গুলি ছোড়ে। প্রহরারত পুলিশও পাঁচ রাউন্ড গুলি ছোড়ে। কিন্তু পুলিশ ও শিশির বাহিনীর যৌথ প্রতিরোধকে ব্যর্থ করে দিয়ে মনির-আসাদ-টুকু গ্রুপের ক্যাডাররা হলে ঢুকে পড়ে। তারা শিশির বাহিনীর ফয়সাল, জাহিদ, সাঈদ, হাবিবসহ আট-নয়জনকে মারধর করে বের করে দেয়। ৬৩, ৩০৫, ৩১৫, ৩৫৭, ৩৬৩, ৪৫৭, ৪৫৮ নম্বর রুমসহ প্রায় বিশ-পঁচিশটি রুমে ভাংচুর চালায়। হলের দখল নিয়েই ক্যাডাররা হল গেটে তালা ঝুলিয়ে দেয়। সাড়ে বারোটার দিকে হলের প্রক্টর ড. নজরুল ইসলাম ও প্রভোস্ট অধ্যাপক হাসিবুর রশীদ হল গেটে এসে তালা খুলে দেয়ার অনুরোধ জানালেও ক্যাডাররা তা উপেক্ষা করে। বিকাল ৩টা পর্যন্ত ক্যাডাররা গেটে তালা লাগিয়ে রাখে। প্রক্টর ও প্রভোস্ট এ আড়াই ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকেন গেটের বাইরে। এ সময় হল গেটের উভয় পাশে আটকা পড়া প্রায় চার শ' ছাত্র অবর্ণনীয় দুর্ভোগের শিকার হয়। হলের ভিতরে থাকা প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশজন ছাত্রের অনার্সের বিভিন্ন বর্ষের ইয়ার ফাইনাল পরীক্ষা ছিল। তাদের পরীক্ষা দেয়ার জন্যও বের হতে দেয়নি ছাত্রদল ক্যাডাররা। উপস্থিত সাংবাদিকরা প্রক্টরকে পরীক্ষার্থীদের কথা জানালে তিনি অসহায়ত্ব প্রকাশ করে বলেন-এ অবস্থায় তাঁর কিছুই করার নেই।

ঘটনার প্রায় তিন ঘণ্টা পর পুলিশ ও বিডিআর মুহসীন হল ঘেরাও করে। তারা তালা খুলে হলে প্রবেশ করে তল্লাশি চালায়। তবে পুলিশী অভিযানে উদ্ধার করা হয় মাত্র ৬টি শটগানের গুলি চার তলার ৩৬৪ নম্বর কক্ষের সামনের একটি ইলেক্ট্রনিক্স সার্কিট বক্সের ভিতর থেকে পুলিশ গুলি উদ্ধার করে। কিন্তু কোন অস্ত্র পাওয়া যায়নি। পুলিশ হল থেকে চৌদ্দজনকে আটক করে। জানা গেছে, মুস্তাফিজ, কামাল, রনি, মানিকসহ ৯ জন সাধারণ ছাত্রকে পুলিশ আটক করেছে। এ ছাড়া শিশির গ্রুপের ফারুক, সাদেক, ইকবাল এবং আসাদ গ্রুপের সান্টু ও মন্টুকে পুলিশ আটক করে। রাতে প্রাপ্ত খবরে জানা যায়, পুলিশ আসাদ গ্রুপের প্রধান ছাত্রদল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক আসাদকেও গ্রেফতার করেছে।

ছাত্রদল মুহসীন হল শাখার সভাপতি হারুনুর রশিদ শিশির এ হামলার প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছেন, হল শাখার সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও সাংগঠনিক সম্পাদক হামলার পর থেকে হলের বাইরে রয়েছেন। দখলের পর আসাদ সাংবাদিকদের সামনে বলেন, কোন হামলা বা দখলের ঘটনা ঘটেনি, বিতাড়িত সাধারণ ছাত্ররাই হলে ফিরে এসেছে।

এদিকে ছাত্রদল সূত্রে জানা গেছে, নাসির উদ্দিন পিন্টু সমর্থিত ডগ শিশির বাহিনী হলের নিয়ন্ত্রণ নেয়ার পর থেকে বিভিন্ন সময়ে মনির-আসাদ গ্রুপের প্রায় ১৫ ছাত্রকে হল থেকে বের করে দিয়েছিল। এরই প্রতিশোধ হিসাবে আসাদ গ্রুপ সংগঠিত হয়ে হামলা চালিয়ে হলের দখল নেয়।

অপরদিকে এর আগের রাতে পার্শ্ববর্তী জহুরুল হক হলে আসাদ গ্রুপ ও শিশির গ্রুপের ক্যাডারদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে পাহাড়ী ও শাহীন নামে ২ ক্যাডার আহত হয়।

### ক্যাডার ফয়সাল গ্রেফতার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের মামুন গ্রুপের অস্ত্র ক্যাডার ফয়সাল (২০) অবশেষে গ্রেফতার হয়েছে। ছাত্রদল সভাপতি নাসির উদ্দিন পিন্টু জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর তার ক্যাডার বাহিনী ক্যাম্পাসে ঢুকে পড়েছে। পুনরায় হল দখল, আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে ক্যাম্পাসে পিন্টু ও লাল্টু গ্রুপ মুখোমুখি অবস্থান নিয়েছে। যে কোন সময় সশস্ত্র সংঘর্ষের আশঙ্কা করছে পুলিশ।

বৃহস্পতিবার রমনা থানা-পুলিশের ওসি সাইফুর রহমান বাবুলের নেতৃত্বে একটি পুলিশ দল জহুরুল হক হল পুনর্দখলের খবর শুনে ক্যাম্পাসে যায়। পুলিশ ক্যাম্পাসের মুহসীন হল ঘেরাও করে। এ সময় পুলিশ গত ৩১ নবেম্বর ২০০১ হল দখল ও সশস্ত্র বন্দুকযুদ্ধের সহযোগী ফয়সালকে গ্রেফতার করে।